বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ ... 07 AUG 1988 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম 3 ... ...

07 AUG 1988

ডেন্টাল কলেজের শিক্ষার মান সম্পর্কে তদন্ত কমিটির অসন্তোষ

॥ শওকত মাহমুদ ॥

'ঢাকা ডেন্টাল কলেজে শিক্ষার মানের যা অবস্থা, তাতে বিডিএস ডিগ্রীকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত নয়। তবে দেশে দন্ত চিকিৎসকদের স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে সাময়িক স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে।'

বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ও ডেন্টাল কাউন্সিলের তদন্ত দলের মন্তব্যে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, বছর দুয়েক আগে কাউন্সিল মেডিক্যাল শিক্ষা বিষয়ে তদন্ত দল নিয়োগ করেন।

ঢাকা ডেন্টাল কলেজের জন্য গঠিত তদন্ত দলের প্রধান ও সদস্যদ্বয় হচ্ছেন যথাক্রমে অধ্যাপক এ, এইচ সাজেদুর রহমান, ডাঃ এফ জামান, অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল হক।

সাময়িক স্বীকৃতি

ডেন্টাল কলেজের বিডিএস ডিগ্রী সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাস্তবে সেখানে শিক্ষণ ও পরীক্ষার যে মান তাতে বিডি এস ডিগ্রীকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত নয়। তবে দেশে দন্ত চিকিৎসকের স্বল্পতা বিবেচনা ও প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষামানে উন্নতির আরেকটি সুযোগ প্রদানের স্বার্থে দু'বছরের জন্য সাময়িক স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারে। দু'বছর পরে আরেকবার পরিদর্শন প্রয়োজন। যদি সুপারিশ মোতাবেক উন্নতি না হয় তবে ডিগ্রীর স্বীকৃতি বাতিল বা প্রত্যাহার করতে হবে অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত।

'মনে হয় কলেজেরই পরীক্ষা'

রিপোর্টে বলা হয়েছে,

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ডেন্টাল কলেজ

(১ম পাতার পর)

কলেজে চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ মোতাবেক টেষ্ট পরীক্ষা নেয়া হয় না। কলেজের লেকচার থিয়েটারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পরিবেশ নেই। রোগী ও বহিরাগতের রয়েছে বারান্দা ও, করিডোরে অস্বাভাবিক আনাগোনা। পরীক্ষার পরিদর্শকরাও সে কলেজের। মনে হচ্ছে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, কলেজেরই পরীক্ষা। পরিদর্শনদলের সদস্যরা পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের নকল করতে ও পরস্পর কথা বলতে দেখেছেন।

যোগ্য শিক্ষকের অভাব

কয়েকটি বিষয় বাদে অধিকাংশে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার অসন্তোষজনক মানের উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, যোগ্য শিক্ষকের অভাব তীব্র। অধ্যক্ষ নিজে অবসরপ্রাপ্ত এবং তাকে চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। হিউম্যান এণ্ড কম্পারেটিভ ডেন্টাল এনাটমি ফিজিওলজি এণ্ড, হিস্টোলজি, ডেন্টাল ফার্মাকোলজি, ডেন্টাল সার্জারী এণ্ড প্যাথলজি, কনজারভেটিভ অর অপারেটিভ ডেন্টিষ্ট্রি এবং ওরাল সার্জারী বিভাগের প্রধানদের কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেই। আর থাকলেও যে বিষয়ের তিনি শিক্ষক বা বিভাগী প্রধান সে বিষয়ে নয়। প্রভাষকদের সংখ্যা পর্যাপ্ত হলেও তাদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অভাব রয়েছে।

অহেতুক বদলি

মেধাবী ছাত্রদেরকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রভাষক হিসেবে বাছাই করে না। বরং তাদেরকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠানো হয়। জানা গেছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী প্রভাষকদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজ থেকে এক বা দু'বছর পর দেশের অন্যান্য স্থানে শিক্ষকতার সাথে সম্পর্কিত নয় এমন পদে বদলি করা হয়।

শিক্ষকেরা দেরী করে আসেন

কলেজে শিক্ষকরা দেরী করে আসেন এবং অধিকাংশকে সকাল ১১ টার পর পাওয়া যায় না। তদন্ত দল দুপুর ১টার পর অনেক বিভাগীয় প্রধানকে খুঁজে পায়নি।

বিভিন্ন সুবিধাদির অপ্রতুলতার উল্লেখ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ডেন্টাল রেডিও লজির সুবিধা অসন্তোষজনক। একষ্ট্রা ওরাল এক্স-রে'র কোন সুবিধে নেই। 'অর্থোপ্যান্টোমো গ্রাফ' নামের একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র ষ্টোরে পড়ে আছে এবং দক্ষ টেকনিশিয়ান ও রেডিওলজির শিক্ষক নেই বলে তা স্থাপন করা যাচ্ছে না।

কলেজে ছাত্রদের প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে উৎসাহ দেয়া হয় না। কারণ প্রয়োজনীয় টাকা নেই।

অপারেশন থিয়েটার ?

অপারেশন থিয়েটারের অবস্থা করুণা উদ্রেককারী। ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। এয়ারকুলার অকেজো। বাতি ত্রুটিপূর্ণ সাকশন মেশিন নষ্ট। কোন অটোক্লেভ সুবিধে নেই। অন্যান্য সুবিধে মোটেও সন্তোষজনক নয়। অপারেশন থিয়েটারের জন্য মাত্র একজন নার্স রয়েছে এবং কোন সিষ্টার নেই।

হাসপাতালে রোগী নেই

কলেজে ২০ শয্যার একটি ডেন্টাল হাসপাতাল আছে। অধিকাংশ শয্যা শূন্য। ওরাল সার্জারীতে ছাত্রদের বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও রোগীদের চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরে ব্যাহত হচ্ছে। কলেজের পাঠ্যক্রম বহু পুরনো। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২৭ বছর ধরে একই পাঠ্যক্রম চলছে।

রিপোর্টে উল্লিখিত সমস্যা দূরের জন্য একগুচ্ছ সুপারিশ রাখা হয়েছে।